আওয়ামী লীগের নির্যাতনে মানসিক ভারসাম্য হারানো ছাত্রদল নেতার দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান

সংগৃহীত ছবি

বিগত সরকারের সময়ে লক্ষ্মীপুরে একাধিকবার ছাত্রলীগ-যুবলীগের হামলার শিকার হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারান ছাত্রদল নেতা সুলতান বাপ্পী। শারীরিক অসুস্থতাও তাকে প্রায় শয্যাশায়ী করে রেখেছে। টানা চার বছর ধরে শেকলবন্দি অবস্থায় মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি গণমাধ্যমে খবর প্রকাশের পর বিষয়টি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নজরে আসে। বাপ্পীর উন্নত চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহিম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন নেতাকর্মীদের নিয়ে সদর উপজেলার দত্তপাড়া ইউনিয়নের রমারখিল গ্রামে বাপ্পীর বাড়ি পরিদর্শন করেন। এসময় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির মোবাইল ফোনের ভিডিও কলে বাপ্পীর সঙ্গে কথা বলেন। আগামী মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে তাকে ঢাকায় নেওয়া হবে বলে জানান নাছির। তারেক রহমান বাপ্পীর চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ছাত্রদল নেতা সুলতান বাপ্পী সদর উপজেলার দত্তপাড়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং স্থানীয় রমারখিল গ্রামের বাসিন্দা। তার ভাই মো. ছোলায়মান জানান, ২০২১ সালে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় মিলাদ মাহফিল আয়োজনের পর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বারবার বাপ্পীর ওপর হামলা চালায়। মাথায় আঘাত পাওয়ার পর থেকেই তিনি মানসিকভাবে অস্বাভাবিক হয়ে পড়েন। তখন থেকেই তাকে শেকলে বেঁধে রাখতে বাধ্য হন পরিবার।

দীর্ঘ শয্যাশায়ী জীবনে বাপ্পীর কোমর থেকে নিচের অংশে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তবুও তিনি সুস্থতার আশায় সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন এবং তার পরিবারের উপার্জনের ব্যবস্থার দাবিও জানিয়েছেন।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ইব্রাহিম ও সাধারণ সম্পাদক মামুন বলেন, খালেদা জিয়ার অসুস্থতার সময় মিলাদ মাহফিল আয়োজন করায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় বাপ্পী আজ এ অবস্থায় পড়েছেন। মানসিক ভারসাম্য হারানোয় তাকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল। দেশনায়ক তারেক রহমান চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ায় আশা করা যায় বাপ্পী আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে আন্দোলন-সংগ্রামে যোগ দিতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেন, বাপ্পীর বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি দ্রুত ঢাকায় এনে চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন ও ছাত্রলীগের হামলায় লক্ষ্মীপুরসহ দেশের নানা স্থানে অসংখ্য ছাত্রদল নেতা-কর্মী শহীদ ও আহত হয়েছেন। বাপ্পী তার একটি বেদনাদায়ক উদাহরণ। আমরা ঢাকায় নিয়ে তার সার্বিক দেখভালের দায়িত্ব নেবো।